প্রতিজ্ঞা সমূহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য

☙ দ্বিতীয় ভাগ ❧

"ঈশ্বর দিব্যপূর্বক দায়ূদ কাছে এই শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন " *(প্রেরিত ২:৩০)*

বাইবেল বেসিকস্ ঃ লিফলেট ৮

বাইবেল ধারাবাহিকভাবে এর পাতায় পাতায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই পৃথিবী তাঁর নারী ও পুরুষ দিয়ে পরিপূর্ণ করা যারা তাঁরই গৌরব মহিমা প্রকাশ করবে। তিনি এক মহান প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে যে, সেই গৌরব-মহিমার চুড়ান্ত পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে তখনই যখন এই পৃথিবীর উপর তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দান করেছেন। যদি মানুষ বিশ্বাস করে ও উপযুক্ত সাড়া প্রদান করে তবে অবশ্যই খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ সকলেই সেই মহান ঐশ রাজ্যের অধিকারী হবার পথ খুঁজে পাবে।

এই ছোট লিফলেটে আমরা মহান রাজা দায়ূদের কাছে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে বা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে ঈশ্বর এক মহান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যেখানে খ্রীষ্টকে ভবিষ্যতের এক মহান ঐশ রাজ্যের রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

আমরা এই প্রতিজ্ঞার বিভিন্ন দিক নিয়েও এবং অন্যান্য আরও কিছু প্রতিজ্ঞা, বিশেষকরে ইস্রায়েল জাতির আদিপিতা মহান অব্রাহামের কাছে যে বিশেষ একটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সে বিষয়েও দেখব, যার সাথে আমাদের আজকের জীবনের অনেক সম্পর্ক রয়েছে।

দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা

দায়ূদের চিন্তাধারা ঈশ্বরের উত্তর

অব্রাহাম ও অন্যান্য আরো অনেক মহান ব্যক্তি যাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেছেন তাদের মত দায়ূদের জীবনও যথেষ্ট সহজ-সরল ছিল না, বিশ্বাসের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর অবশেষে তিনি ইস্রায়েল জাতির রাজা হন। এই পার্থিব জীবনে তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার স্বীকৃতি প্রকাশের জন্য তিনি স্থির করলেন এ জগতে ঈশ্বরের এক মন্দির নির্মাণ করবেন। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে উত্তরটি ছিল এমন যে রাজা দায়ূদের ছেলে শলোমন, সেই মন্দির নির্মাণ করবেন এবং ঈশ্বর এটাই চেয়েছিলেন যেন দায়ূদ একটি গৃহ নির্মাণ করেন (২য় শমূয়েল ৭:৪ -১৩)। এরপর এই প্রতিজ্ঞার বিস্তারিত বর্ণনা বার বার বলা হয়েছে অব্রাহামের কাছে এবং যা অন্যান্যদের কাছেও বার বার বলা হয়েছে:

- "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব, এবং তাহার রাজ্য সুস্থির করিব। আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে

শাস্তি দিব। কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা হইতে দূরে যাইবে না। আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।" (২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬)

এদন উদ্যানে (আদিপুস্তক ৩:১৫) ও অব্রাহামের কাছে (আদিপুস্তক ১২-২২ অধ্যায়) করা প্রতিজ্ঞায় আসন্ন এক "বংশধর" এর কথা বলা হয়েছে। 'বাইবেল বেসিকস্ লিফলেট ৭-এ' এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই "বংশধর" নিয়ে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় এখানে যীশু খ্রীষ্টকেই বোঝানো হয়েছে। এমনিতেই এটা ধরে নেওয়া যথেষ্ট যুক্তিসংগত যে দায়ূদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেটা অবশ্যই যীশুর সম্পর্কেও। বাইবেলে পুরাতন নিয়মের কেন্দ্রিয় বিষয় হিসাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও বার্তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তার সম্পর্কে বর্ণনাটি (২য় শমূয়েল ৭:১৪) বাইবেলের অন্যান্য স্থানে এ সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনাগুলিকে স্বীকৃতি দান করে।

- "তাহা তাঁহার পুত্র বিষয়ক, যিনি (যীশু) মাংসের সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত" (রোমীয় ১:৩)।
- "তাহারই (দায়ূদ) বংশ হইতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের নিমিত্ত এক ত্রাণকর্তাকে, যীশুকে, উপস্থিত করিলেন" (প্রেরিত ১৩:২৩; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৬)।
- স্বর্গদূত কুমারী মরিয়মকে তার আগত পুত্র, যীশু সম্পর্কে বললেন: "তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না" (লূক ১:৩২-৩৩)। দায়ূদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এখানে তারই বাস্তব প্রয়োগ (২য় শমূয়েল ৭:১৩)।

সেই "বংশধর" কে আমরা যীশু হিসাবে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করলে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়গুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে ঃ-

১. বংশধর

- "...তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব... আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে..."; "আমি তোমার তনুর ফল তোমার সিংহাসনে বসাইব।" (২য় শমূয়েল ৭:১২-১৪; গীতসংহিতা ১৩২:১০,১১)।

সেই বংশধর যীশু আক্ষরিক বা বাস্তব অর্থেই রাজা দায়ূদের মাংসিক উত্তরাধিকার বা বংশধর এবং তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা স্বয়ং ঈশ্বর। আর এ জন্য নূতন নিয়মের বর্ণনা অনুসারে একজন কুমারীর গর্ভেই তাঁর জন্ম হওয়া আবশ্যক ছিল। রাজা দায়ূদের দৈহিক বংশধর মরিয়ম ছিলেন যীশুর জাগতিক মা (লূক ১:৩২) কিন্তু তাঁর কোন দৈহিক বা মাংসীক বাবা ছিলেন না। যীশুকে জন্মদানের উদ্দেশ্যে মাতা মরিয়মের গর্ভে পবিত্র আত্মা অলৌকিক শক্তিতে তাঁকে গঠন করেন, এবং এ কারণেই স্বর্গদূতরা মন্তব্য করেছিলেন, "...এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে" (লূক ১:৩৫)।

২. সদাপ্রভুর গৃহ

- "আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে" (২য় শমূয়েল ৭:১৩)

এ পদটি দেখায় যীশু ঈশ্বরের জন্য আত্মিক ও আক্ষরিক বা বাস্তবিক উভয় অর্থেই একটি মন্দির বা গৃহ নির্মাণ করবেন। যিহিষ্কেল ৪০-৪৮ অধ্যায়গুলি দেখায় যে কিভাবে সহস্রবছরের রাজত্ব বা 'মিলেনিয়াম' (পৃথিবীতে যীশু ফিরে আসবার পর প্রথম ১ হাজার বছর) এর সময় যীশু যিরূশালেমে একটি বাস্তব মন্দির বা উপাসনা গৃহ নির্মাণ করবেন। সেটাই ঈশ্বরের "গৃহ" সেখানে তিনি বসবাস করেন এবং যিশাইয় ৬৬:১,২ পদ বলে যে, তিনি (ঈশ্বর) সেই সব লোকদের অন্তরে বাস করবেন যারা তাঁর বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহলে যীশু ঈশ্বরের বসবাসের জন্য একটি

আত্মিক মন্দিরও নির্মাণ করবেন সেই সব লোকদের অন্তরে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে। ঈশ্বরের আত্মিক গৃহের কোনের পাথর হিসাবে যীশুর কথা (১ম পিতর ২:৪ -৮) এবং গৃহের অন্যান্য স্থানের পাথর হিসাবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কথা (১ম পিতর ২:৫) সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

৩. সিংহাসন

- "...এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব... আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে" (২য় শমূয়েল ৭:১৩ ,১৬ পদ; যিশাইয় ৯:৬-৭ পদও দেখুন)

অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বটি হবে ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিসাবে। এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য, যিরূশালেমে যে বাস্তব "সিংহাসন" ছিল রাজা দায়ূদের তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করা যীশুর ক্ষেত্রে আবশ্যক একটি বিষয়। যীশুর বিষয়ে করা প্রতিজ্ঞাগুলির বাস্তব পরিপূর্ণতার জন্যই এই পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা অতি আবশ্যক।

৪. ঈশ্বরের রাজ্য

- "আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে" (২য় শমূয়েল ৭:১৬)

রাজা দায়ূদ খ্রীষ্টের অনন্তকালীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাজ স্বচক্ষে দেখবেন। তাহলে অবশ্যই তিনি খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় পুনরুত্থিত হবেন, যেন তিনি নিজের চোখেই দেখতে পান যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এবং যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেম থেকে গোটা পৃথিবী শাসন করছেন।

প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণ

দায়ূদের কাছে যে সব বিষয়গুলি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলি বোঝা হলো সব থেকে আসল কাজ। দায়ূদ এ সব প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন, "এক চিরস্থায়ী নিয়ম... ইহা ত আমার সম্পূর্ণ ত্রাণ ও সম্পূর্ণ অভীষ্ট" (২য় শমূয়েল ২৩:৫) এগুলি আমাদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এগুলির সাথে আনন্দ প্রকাশ করাই আমার করণীয় হবে।

এ সব মতবাদ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুঃখ জণক হলেও সত্য যে, অন্যান্য খ্রীষ্টিয় মতবাদগুলি এ সব গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সাথে বিপক্ষ আচরণ করে থাকে-

- যেমন, যীশু যদি দৈহিকভাবে 'পূর্ব অস্তিত্ব সম্পন্ন' হয়, তবে তিনি দৈহিকভাবে এ পৃথিবীতে জন্ম নেবার আগেই তাঁর অস্তিত্ব ছিল। তাহলে রাজা দায়ূদের বংশধর বা বীজ হিসাবে কিংবা দায়ূদের উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর সম্পর্কে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেগুলি সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

- যেমন, ঈশ্বরের রাজ্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বর্গে, তাহলে যীশু কখনই রাজা দায়ূদের ইস্রায়েল রাজ্য এ পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। কিংবা তিনি দায়ূদের সিংহাসনে বসেও রাজত্ব করতে পারেন না। এ সব বিষয়গুলি আক্ষরিক অর্থেই এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পর সেগুলি এখানেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিজ্ঞাগুলির প্রয়োগ

বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজা দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলি এবং অন্যান্য মহান প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জন্য প্রযোজ্য - আমাদেরও সমানভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশা থাকতে পারে। আমরাও এ জন্য

আত্মিকভাবে ইস্রায়েলীয় হতে পারি এবং এইভাবে এই পৃথিবীর অন্যসব জাতিদের মধ্যে থেকে আমরা একটা পৃথক জাতি হতে পারি। এভাবে যিহূদী জাতির জাগতিক পিতা অব্রাহাম আমাদেরও আত্মিক পিতা হতে পারেন।

পৃথকীকৃত

রাজা দায়ূদের কাছে করা এই মহান প্রতিজ্ঞা এবং অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার দিকে আমরা যদি তাকাই তবে আমরা দেখব বাপ্তিস্ম নেবার মধ্যে দিয়ে এর প্রয়োগগুলি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা অন্যদের থেকে একেবারে পৃথকীকৃত হই। আমরা সত্যই আত্মিক যিহূদী হয়ে যাই। ঈশ্বর অব্রাহামের নাতি যাকোব-এর কাছে যেভাবে বলেছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে কথা বলেন (হোশেয় ১২:৫; আদিপুস্তক ২৮:১৫, ইব্রীয় ১২:৫-৬-এর সাথে তুলনীয়)। এর ফলশ্রুতিতে আমরা শুধুমাত্র তাদের সাথেই মেলামেশা করতে বেশি আগ্রহী হব, যাদের সাথে আমরা আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত সবকিছু ভাগাভাগী করে নিই।

অব্রাহাম এই পৃথিবীর পার্থিব বিষয়গুলিকে বাস্তবে পরিহার করার যে সব উদাহরণ দেখিয়েছেন সেগুলি তার 'আত্মিক সন্তানদের' ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, আমরা যদি সত্যিই বাইবেলের ঐ সব প্রতিজ্ঞাগুলিকে বিশ্বাস করি তবে আমরাও নিজেদের জগতে সকল দূর্নীতি বা অন্যায় থেকে 'নিজেদেরকে পৃথক করে রাখতে পারব' (২য় পিতর ১:৪)। আমরা নিশ্চয় খুব খুশি হব যদি আমরা ধরে নেই যে, এই পৃথিবীতে আমাদের যে সব সম্পত্তি আছে সেগুলি ক্ষণিকের এবং এই পৃথিবীতে আমরা অল্প দিনের জন্য বসবাস করতে বসেছি। আর এখন আমরা শুধুমাত্র এখানে অল্পদিনের যাত্রী, এখানে সেবাকাজ করার জন্য এসেছি, ঠিক যেমনটি অব্রাহাম করেছিলেন।

অঙ্গীকার

যারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের অঙ্গীকারগুলি ঠিকমত বুঝতে সক্ষম হবে কেবল তারাই সে সব প্রতিজ্ঞাগুলির পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারবে, তিনি যে সব প্রতিজ্ঞার অর্ন্তভূক্ত তাদের করেছেন এবং তারাই সম্পূর্ণ মনে সাড়াদান করতে ও ত্যাগস্বীকার করতে পারবে (মালাখী ২:৪-৫)। গীতসংহীতা ১০৩:১৮ পদে দায়ূদের ভাষায়, "যাহারা তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে" ও "তাঁহার বিধি সকল পালনার্থে স্মরণ করে"। ঈশ্বরের সাথে করা প্রতিজ্ঞাসমূহের বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের যে কাজটি করা উচিত তা হচ্ছে, অন্য কোন দেবতার উপাসনা করার বিষয়টি আমাদের ভেতর থেকে বেড় করে দেওয়া। ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতাই কেবল আমাদেরকে ঐ সব প্রতিজ্ঞার অংশীদার করে তুলতে পারে।

আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার অংশ হই তবে অবশ্য তা আমাদেরকে এই মন্দ জগতে ঈশ্বরের পক্ষে জীবন যাপন করতে সক্ষমতা দান করবে। আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা-অনুগ্রহ ও তাঁর সত্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। ফলে এই পৃথিবীতে বাস করার সময় আমাদের জীবনে যা ঘটুক না কেন সব সময় আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস থাকবে যে, ঈশ্বর অবশ্যই আমাদেরকে তাঁর রাজ্যের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।

একতা

গালাতীয় ৩:২৭-২৯ পদগুলি আমাদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করে যে, আমরা যীশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞার অংশীদার হয়েছি এবং ঐ প্রতিজ্ঞার অন্তভূর্ক্ত সকলের মধ্যে অপূর্ব এক একতা গড়ে উঠেছে। দাস ও মুক্ত মানুষ, নারী ও পুরুষ, যিহূদী ও পরজাতীয় সকলেই একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অব্রাহামের কাছে প্রকাশিত সুসমাচারের সব থেকে বড় বিষয়টি হচ্ছে প্রতিজ্ঞার অংশীদারদের একতার ক্ষমতা, এই অপূর্ব একতা খ্রীষ্টেতে সমস্ত বিশ্বাসীদের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন বিশ্বাসীরা সকলে অব্রাহামের বংশ হিসাবে একতার বন্ধনে আবদ্ধ, ফলে তারা অবশ্যই একে অন্যের প্রতি দয়া অনুগ্রহ ও ধৈর্য্য - সহনশীলতা দেখাবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যত আশীর্বাদ সমূহ

যীশুতে বাপ্তিস্ম নেবার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন ক্ষমা / অনুগ্রহের আশীর্বাদ পেতে পারি (প্রেরিত ৩:২৭-২৯), এবং ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্যের আশীর্বাদ লাভের প্রত্যাশা করতে পারি।

গালাতীয় ৩:১৫-২০ পদ বলে, বিশ্বাস ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে ঈশ্বরের রাজ্যের অনন্তকালীন উত্তরাধিকারী হবার যে প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের কাছে করা হয়েছিল সে কথা পৌল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মোশীর আইন কিংবা জগতের অন্য কোন আইন দ্বারা সেই ভিত্তিকে পরিবর্তন করা যাবে না। এই প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে আমরা অনুগ্রহ লাভ করে যীশুর দেওয়া আশ্চর্য্য 'পরিত্রাণ' পেতে সক্ষম হতে পারি। যার ফলে আমরা পবিত্রতা বা ধার্মিকতা লাভের জন্য সকল আইন-কানুনের উর্ধ্বে উঠতে পারব এবং কাজ-কর্মের মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভের যে উপায় ছিল তারও উর্ধ্বে উঠতে পারব।

অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য

অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, তার বংশজাত যিনি আসবেন তিনি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঈশ্বরের মতই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রিয়জন বা কাছের মানুষ হবেন। আমরা যদি অব্রাহামের ঈশ্বরকে আমাদের ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি দিই এবং বিশ্বাসে যদি দেখি যে, ঈশ্বর আসলে পৃথিবীর প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছেই এ সব প্রতিজ্ঞা করেছেন তবে আমরা নিশ্চিত এখন সেই প্রতিজ্ঞার অধীনেই জীবন যাপন করতে পারি যেন একদিন সেই প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণতা লাভ করতে পারি এবং ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহে আমরা সেই পূর্ণতার অংশীদার হতে পারি, তার প্রত্যাশা করতে পারব। সেই সময় আসছে যখন ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে এবং "সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে" (হবক্কূক ২:১৪)।

ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্যদান

০১.আমি আসলেই বাইবেল ও ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করিনি। দায়ূদ, অব্রাহাম– এগুলি আমার কাছে কতকগুলি বিশেষ নাম ছিল, ঠিকই কিন্তু আমি সব সময় ভাবতাম এগুলি যিহূদী ইতিহাসের কয়েকজন ব্যক্তিত্ব, এবং এ পর্যন্তই। আমার ছেলে এক সময় বাইবেল বেসিকস্ বইটি পড়া শুরু করল এবং আমাকে বাপ্তিস্ম নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করল, এটা আমাকে ঈশ্বরের আসল পরিবারের সদস্য হতে সাহায্য করে এবং এই পরিবার পৃথিবীর উপরে অনন্তকাল ধরে থাকবে। এ সব বিষয়গুলি আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না প্রাচীন কালের ঐ সব ব্যক্তিদের সাথে ঈশ্বরের পরিবারের সম্পর্ক। আমি সব সময়ই সংসার নিজের বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু আমি সব সময় লক্ষ্য করতাম আমার ছেলে কিন্তু এই পথে ক্রমশ আরও গভীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। একবার তার এমন কয়েকজন নতুন বন্ধুর সাথে দেখা হল, যারা মাঝে মাঝে আমাদের ফ্ল্যাটে আসত এবং এরা সকলে কিছুদিন আগে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। আমি দেখলাম, এ সব বিশ্বাসীদের পরিবার সত্যিই মহৎ, তারা যে সুন্দর পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা বেশ অস্বাভাবিক বা অন্যরকম। আমি বুঝলাম, ঈশ্বর তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য যে সব প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেগুলিই তাদেরকে এক সুতোর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, আর আসলে এসবের ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা সুসমাচারে। সুতরাং তার পর থেকে আমি দায়ূদ ও অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিদিন বাইবেল নতুন চোখে যেভাবে পড়ে অণুভব করার চেষ্টা করি। ঠিক তখন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে অনুভব করি প্রতিদিন বাইবেল পাঠের মধ্যে দিয়ে। আমি সব সময় এগুলিকে সুসমাচারের ভিত্তি বলে মনে করি। আমি এর পর পরই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি এবং এখন আমি এই অপূর্ব নতুন পরিবার ও নতুন প্রত্যাশার সাথে জীবন যাপনকে সবথেকে উত্তম অনুভব করি।

০২. আমি সম্পূর্ণভাবে একমত ছিলাম যে, ভালো মানুষরা মারা যাবার পর অবশ্যই স্বর্গে চলে যায়, আমি বার বার এ বিষয়ে শোনার কারণে ভাবতাম যে, যেহেতু এত লোক এটা বিশ্বাস করে ফলে এই ধারণাটিই সত্য। এক দিন আমার এক প্রতিবেশী এ বিষয়ে "বাইবেল বেসিকস্" বইটি থেকে পড়ে শোনালেন ও অনেক কথা বললেন। এরপর আমি ঠিক করলাম যে, আমি নিজেই গোটা বইটা পড়ব। পড়তে শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বর সত্যিই দায়ূদ ও অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা

করেছেন ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই পৃথিবীর উপরেই অনন্তজীবন, ও ঐ সব প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে অন্যান্য কথা এবং পিতর ও পৌলের শিক্ষা ..... যেগুলি খ্রীষ্টিয় সুসমাচারের ভিত্তি। আমি আদিপুস্তক ও ২য় শমূয়েল পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি পড়ার কথা স্মরণ করতে পারি, যে সব স্থানে আমি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলাম যে মানুষ মারা যাবার পর স্বর্গে যায় কিনা এবং খুব ভালোভাবে জেনেছি যে, এ সম্পর্কে বাইবেলে কিছুই লেখা নেই। কারণ এর আগে এ বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যে, ঐ সব প্রতিজ্ঞাগুলিই সুসমাচারের ভিত্তি, অথচ বাইবেল পড়ার পর আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে, আমার পূর্ব ধারণাকে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু আমি নিজের চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে রাজী ছিলাম না। তবে খুব তাড়াতাড়ীই অনুভব করলাম, আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করা উচিত এবং এই উপলব্দির পর একদিন আমি জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলাম। এর সাথে সাথে আমি এ বিষয়টিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বুঝতে পারলাম যে, আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি তবে মাথায় বা শরীরে জল ছিটিয়ে দিয়ে বাপ্তিস্ম নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বাইবেলে এর কোন উদাহরণ নাই। বাপ্তিস্ম নেবার পর এখন আমি বলতে পারি যে, আমার এক নতুন জীবন প্রত্যাশার জীবন শুরু হয়েছে।

প্রশ্নাবলী — প্রতিজ্ঞা সমূহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য - দ্বিতীয় ভাগ

১। ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য কি এই পৃথিবীর জন্য ?

২। ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তিনি আমাদের জন্য কি দান করেছেন ?

৩। ঈশ্বর আজ থেকে প্রায় কত বৎসর আগে কার কাছে খ্রীষ্টকে ভবিষ্যতের এক মহান ঐশ্য রাজ্যের রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছেন ?

৪। ইস্রায়েল জাতির আদি পিতা কে ?

৫। এই পার্থিব জীবনে দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার স্বীকৃতি প্রকাশের জন্য তিনি কি স্থির করলেন?

৬। "তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে", - এই কথার অর্থ কি ?

৭। বাইবেলে পুরাতন নিয়মের কেন্দ্রিয় বিষয় হিসাবে - কাহার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও বার্তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ?

৮। লূক ১:৩২-৩৩ পদ অনুযায়ী স্বর্গদূত কুমারী মরিয়ম কে তার আগত পুত্র, যীশু সম্পর্কে কি কি বললেন ?

৯। রাজা দায়ূদের দৈহিক বা মাংসীক বংশধর কে ছিলেন ?

১০। যীশুর কি কোন্ দৈহিক বা মাংসীক বাবা ছিলেন ?

১১। লূক ১:৩৫ পদ অনুযায়ী স্বর্গদূতদের মন্তব্য অনুসারে ঈশ্বর যীশুকে জন্মদানের উদ্দেশ্যে মাতা মরিয়মের গর্ভে কিভাবে তাঁকে গঠন করেন ?

১২। যীশু ঈশ্বরের বসবাসের জন্য কি নির্মাণ করবেন সেই সব লোকদের অন্তরে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে ?

১৩। ঈশ্বরের আত্মিক গৃহের কোনের পাথর কে ?

১৪। যীশুর বিষয়ে করা প্রতিজ্ঞাগুলির বাস্তব পরিপূর্ণতার জন্য কি আবশ্যক ?

১৫। রাজা দায়ূদ খ্রীষ্টের অনন্তকালীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাজ স্বচক্ষে দেখবেন কিন্তু কিভাবে ?

১৬। যীশু যদি দৈহিকভাবে "পূর্ব অস্তিত্ব সম্পন্ন" হয় তবে তিনি দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবার আগেই কি তাঁর অস্তিত্ব ছিল ? যদি তাঁর অস্তিত্ব আগে থাকে, তবে কি রাজা দায়ূদের বংশধর বা বীজ হিসাবে কিংবা দায়ূদের উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর সম্পর্কে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এগুলির কি প্রয়োজন পড়ে ?

১৭। যদি ঈশ্বরের রাজ্য স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কি যীশু কখনই রাজা দায়ূদের ইস্রায়েল রাজ্য এ পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবেন ?

১৮। কি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজা দায়ূদের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলি এবং অন্যান্য মহান প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জন্য প্রযোজ্য ?

১৯। অব্রাহামের কাছে প্রকাশিত সুসমাচারের সব থেকে বড় বিষয়টি কি ?

২০। যীশুতে বাপ্তিস্ম নেবার মধ্য দিয়ে আমরা কি পেতে পারি ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

God's Purpose Revealed in Promises (Part 2)

Bible Basics Leaflet 8

Published by: **Christadelphian Bible Students**

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA UK.